১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে
শ্রীআদিত্যনাথ দাস বিরচিত ও প্রকাশিত।

পাক-ভারতে যুদ্ধ

—প্রাপ্তিস্থান—
মহাজাতি সাহিত্য মন্দির
১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মূল্য—দশ পয়সা মাত্র।

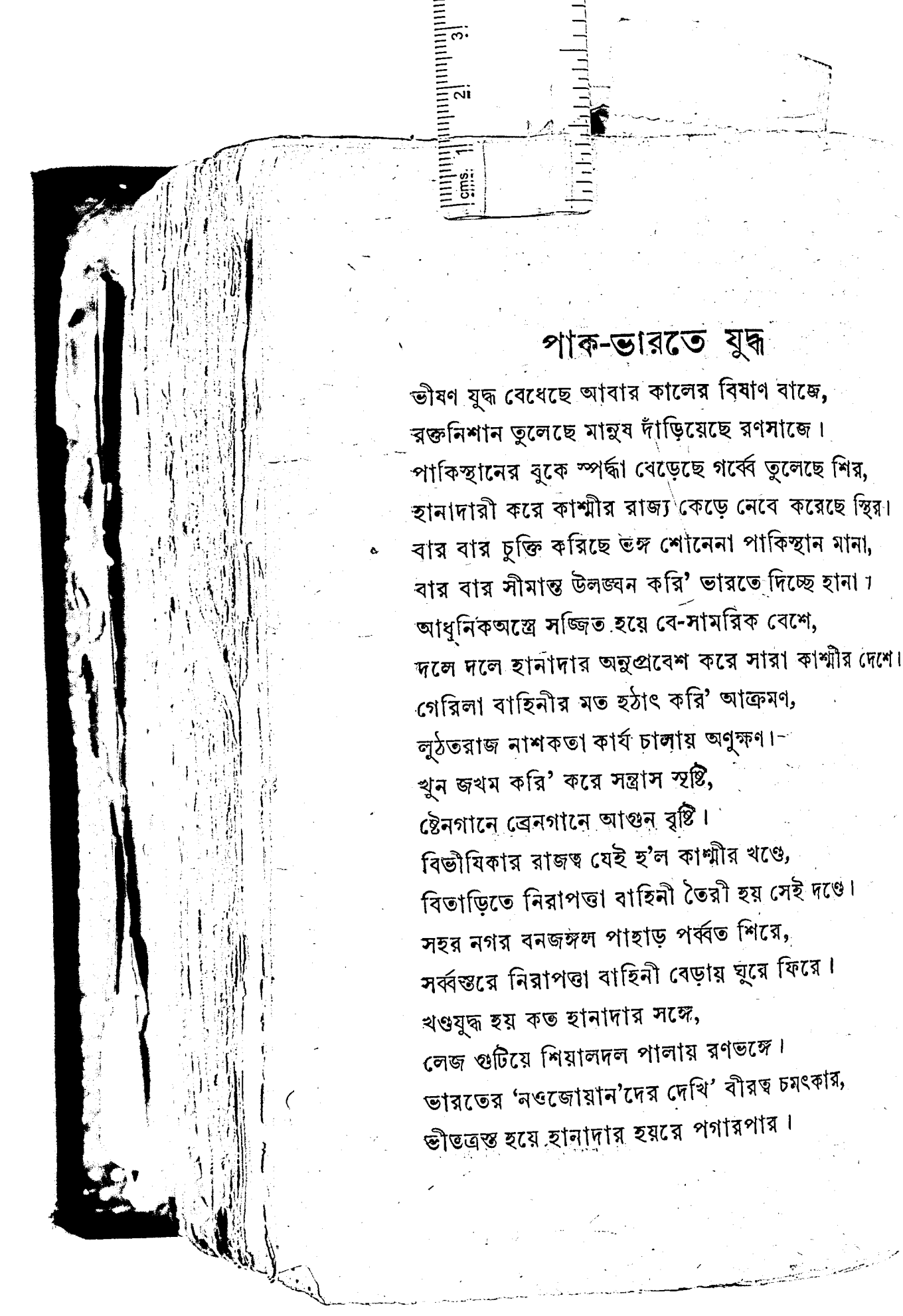

পাক-ভারতে যুদ্ধ

ভীষণ যুদ্ধ বেধেছে আবার কালের বিষাণ বাজে,
রক্তনিশান তুলেছে মানুষ দাঁড়িয়েছে রণসাজে।
পাকিস্থানের বুকে স্পর্দ্ধা বেড়েছে গর্ব্বে তুলেছে শির,
হানাদারী করে কাশ্মীর রাজ্য কেড়ে নেবে করেছে স্থির।
বার বার চুক্তি করিছে ভঙ্গ শোনেনা পাকিস্থান মানা,
বার বার সীমান্ত উলঙ্ঘন করি' ভারতে দিচ্ছে হানা।
আধুনিকঅস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বে-সামরিক বেশে,
দলে দলে হানাদার অনুপ্রবেশ করে সারা কাশ্মীর দেশে।
গেরিলা বাহিনীর মত হঠাৎ করি' আক্রমণ,
লুঠতরাজ নাশকতা কার্য চালায় অণুক্ষণ।
খুন জখম করি' করে সন্ত্রাস সৃষ্টি,
ষ্টেনগানে ব্রেনগানে আগুন বৃষ্টি।
বিভীষিকার রাজত্ব যেই হ'ল কাশ্মীর খণ্ডে,
বিতাড়িতে নিরাপত্তা বাহিনী তৈরী হয় সেই দণ্ডে।
সহর নগর বনজঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত শিরে,
সর্ব্বস্তরে নিরাপত্তা বাহিনী বেড়ায় ঘুরে ফিরে।
খণ্ডযুদ্ধ হয় কত হানাদার সঙ্গে,
লেজ গুটিয়ে শিয়ালদল পালায় রণভঙ্গে।
ভারতের 'নওজোয়ান'দের দেখি' বীরত্ব চমৎকার,
ভীতত্রস্ত হয়ে হানাদার হয়রে পগারপার।

(দুই)

কেহবা পালিয়ে গেল সীমান্তের পরপারে,
কেহবা বনে জঙ্গলে ঢুকি' ভয়ে কাঁপে ডরে।
অনাহারে ক্ষুধায় মরে কত হানাদার ভাই,
পচনক্ষতে পচে মরিল কত সংখ্যার সীমা নাই।
শত শত হ'ল বন্দী অগনিত দিল প্রাণ,
বীরগর্ব্বে হানাদার বিতাড়ন করে ভারতের নওজোয়ান।
স্পর্দ্ধা বড় বেড়ে গেছে পাকিস্থান শাসকচক্রের ভাই,
যুদ্ধ বিরতি সীমা রেখা পারে যত ঘাঁটি আছে তাই ;
দখল করিল কিছু ভারতের নওজোয়ানগণ,
হানাদার পরিচালনের মূল ঘাঁটি করিতে উচ্ছেদ-সাধন।
কাশ্‌মীর রাজ্য ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়,
প্রমাণিত বার বার হয়ে গেছে নিশ্চয়।
তবু বার বার পাঠিয়ে হানাদার দুষ্ট আয়ুব খান,
চালাচ্ছে ঘৃণিত এক বর্ব্বর অভিযান।
পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে চিরকাল,
বৃহৎ সুযোগ সন্ধান তাদের কূটনৈতিক চাল।
প্রতিক্রিয়া তার হ'ল মূহুর্ত্তে ছাম্ব এলাকায়,
বিরাট পাক-বাহিনী ছোটে কামান গোলায়।
অকস্মাৎ আঘাত হানি কাশ্‌মীর অভ্যন্তর,
ছ'মাইল পড়িল ঢুকে পাক সৈন্য তৎপর।
মূহুর্ত্তে ছুটে গিয়ে ভারতীয় সৈন্যগণ,
প্রবল বিক্রমে বাধা তারা দেয় অণুক্ষণ।
ভীষণ যুদ্ধ বাধ্‌লো এবার ধ্বংসযজ্ঞ সুরু,
এ যুদ্ধের পরিণাম ভেবে বুকটা দুরু দুরু।

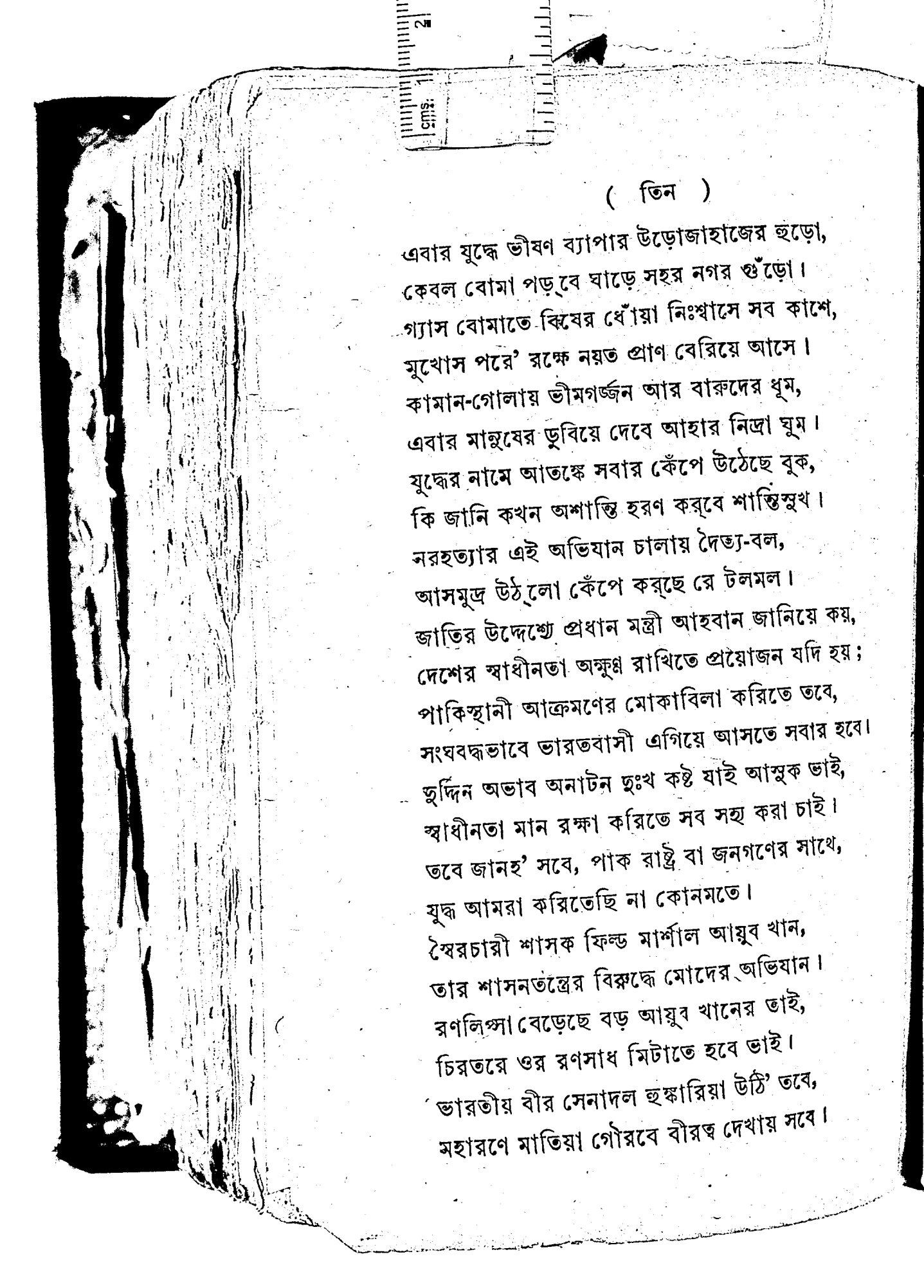

(তিন)

এবার যুদ্ধে ভীষণ ব্যাপার উড়োজাহাজের ছুড়ো,
কেবল বোমা পড়্‌বে ঘাড়ে সহর নগর গুঁড়ো।
গ্যাস বোমাতে বিষের ধোঁয়া নিঃশ্বাসে সব কাশে,
মুখোস পরে' রক্ষে নয়ত প্রাণ বেরিয়ে আসে।
কামান-গোলায় ভীমগর্জ্জন আর বারুদের ধূম,
এবার মানুষের ডুবিয়ে দেবে আহার নিদ্রা ঘুম।
যুদ্ধের নামে আতঙ্কে সবার কেঁপে উঠেছে বুক,
কি জানি কখন অশান্তি হরণ করবে শান্তিসুখ।
নরহত্যার এই অভিযান চালায় দৈত্য-বল,
আসমুদ্র উঠ্‌লো কেঁপে কর্‌ছে রে টলমল।
জাতির উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী আহবান জানিয়ে কয়,
দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়োজন যদি হয়;
পাকিস্থানী আক্রমণের মোকাবিলা করিতে তবে,
সংঘবদ্ধভাবে ভারতবাসী এগিয়ে আসতে সবার হবে।
দুর্দ্দিন অভাব অনাটন দুঃখ কষ্ট যাই আসুক ভাই,
স্বাধীনতা মান রক্ষা করিতে সব সহ্য করা চাই।
তবে জানহ' সবে, পাক রাষ্ট্র বা জনগণের সাথে,
যুদ্ধ আমরা করিতেছি না কোনমতে।
স্বৈরচারী শাসক ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান,
তার শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মোদের অভিযান।
রণলিপ্সা বেড়েছে বড় আয়ুব খানের ভাই,
চিরতরে ওর রণসাধ মিটাতে হবে ভাই।
ভারতীয় বীর সেনাদল হুঙ্কারিয়া উঠি' তবে,
মহারণে মাতিয়া গৌরবে বীরত্ব দেখায় সবে।

মরণ বরণ সেও ভাল তবু সোনার পিঞ্জর ঘৃণ্য,
স্বদেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে বীরের শয়নে পুণ্য।
বীর যারা হয় কভু নত নয় আত্মগর্ব্বে দীপ্তিমান,
তৃপ্তি তাদের সমর প্রাঙ্গনে রণরঙ্গে আগুয়ান।
শত্রুর সঙ্গে যুঝিয়া বিক্রমে মরণেও আছে জয়,
বিভীষিকাময় সমর-নেশায় তাইতো মাতাল হয়।
জন্মভূমি হাঁকে 'ময় ভুখা হু' বীর চাই লাখো লাখো,
জ্বলিছে ক্ষুধার প্রলয় আগুন সে আগুনে দেহ রাখো।
বন্দুকের গুলি বুকে পেতে নাও উড়ায়ে শত্রুর খুলি',
মারো আর মরো বীরের বিক্রমে সংসারের মায়া ভুলি'।
কামানের গোলা ধরে উড়ে যাও বোমা যদি ওড়ে ঘাড়ে,
সে মরণে পুণ্য জীবন ধন্য জাতির সম্মান বাড়ে।
সৃষ্টিধ্বংসকারী প্রলয়ের বাজ পড়ে যদিও শিরে,
তথাপি ভারতবাসী হও অগ্রসর দাঁড়াও শত্রুরে ঘিরে।
মরণ খেলার উড়ুক নিশান স্বাধীনতা রাখতে চাও যদি,
গৌরবে হউক ভারতবাসীর শির উন্নত অভ্রভেদী।

———

জাতির উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী বলেন—

৩রা সেপ্‌টেম্বর—এক বেতার ভাষণে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে এসে পাকিস্থানী আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন—সামনে আমাদের দুর্দ্দিন আসছে, কষ্ট সহ্য করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের মূল্য দিতে হবে। জাতির এই গভীর সংকটে আমাদের এই মহান দেশের প্রত্যেক নাগরিককে তাঁর দায়ীত্ব ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে ও পরিপূর্ণভাবে পালন করিতে হবে। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শান্তিকে কিছুতেই বিঘ্নিত হতে দেবেন না—সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতেই হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন—

৫ই সেপ্‌টেমবর—রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন বলেন যে, দেশ বর্তমানে 'সঙ্কটজনক' পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু 'যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় আমরাই করবো' তাতে কোন সন্দেহ নাই।

তিনি বলেন, যুদ্ধে সব সময়েই উত্থান পতন আছে! তা সত্ত্বেও আমাদের যুবকরা রণাঙ্গনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাচ্ছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের বিবৃতি—

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন সংসদে বলেনঃ—পাকিস্থানী সশস্ত্র বাহিনী আমাদের দেশের উপর যে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে সংসদকে আমি মাঝে মাঝেই জানিয়ে আস্‌ছি। এই আক্রমন প্রথমে চলে গোপনে, ছদ্মবেশে—কিন্তু পরে তা' প্রকাশ্যেই শুরু হয়ে গেল। প্রথম যারা ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারা পাকবাহিনীর নিয়মিত ও অনিয়মি সেনা এবং অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী দল। পাকিস্তান তখন যেন কিছুই তারা জানে না, এমন একটা ভান দেখাল।

১লা সেপ্‌টেমবর তারিখে পাকিস্তান এই ভানটুকুও ছুড়ে ফেলে দিল এবং তার বিরাট নিয়মিত বাহিনীকে জম্মু-কাশ্‌মীরের দিকে লেলিয়ে দিল। বিরাট পদাতিক বাহিনী, সঙ্গে ট্যাঙ্ক বহর, উর্ধ্বের আকাশে তাদের বিমানছত্র—তারা ছাম্‌ব খণ্ডের দিকে ধেয়ে এল। স্বভাবতই আমাদিগকে এ সকল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ছুটে যেতে হল। তাদের সামনে বিপুল বাধা ছিল, আমরাও তাদের উপর কিছু কিছু বাধানিষেধ আরোপ করেছি। তৎসত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের ন্যায় তারা নির্ভীকভাবে এগিয়ে গিয়েছে।

শ্রীচ্যবন বলেন, আমি আগেই মাননীয় সদস্যদের জানিয়েছি আমাদের খুব সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি লক্ষ্য করতে হবে এবং দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভাল করে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

গত ৫ সেপটেমবর বিকালে পাকিস্তানী বিমান অমৃতসরের কাছে ওয়াঘার আন্তর্জাতিক সীমান্ত লঙ্ঘন করে ভারতে অনুপ্রবেশ করে এবং বিমান-

বাহিনী ঘাটি লক্ষ্য করে রকেট ছোড়ে। কিন্তু তাদের হটিয়ে দেওয়া হয়। এ খবর আগে প্রকাশিত হয়েছে। তবে পাকিস্তানী বিমানবাহিনী আবার ওই সীমান্ত লঙ্ঘন করেছে। এতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে পাকিস্তানের পরবর্তী আক্রমনের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক সীমান্তের এ পারে পাঞ্জাবের উপর।

শ্রীচ্যবন আরও বলেন, পাকিস্তান আক্রমন রোধের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবে আমাদের সেনাবাহিনী ভারতীয় সীমান্ত রক্ষার জন্য লাহোরের কাছে সীমান্তের কাছাকাছি এগিয়ে গিয়েছে। ছাম্বের মানচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পাকিস্তানী ঘাঁটিগুলি ছাম্বের কত কাছে এবং আমাদের ঘাঁটি কত দূরে। সীমান্ত লঙ্ঘন করে পাকিস্তান বহু প্যাটন ও শেরম্যান ট্যাংক নিয়ে এসেছে। আমরা সে আক্রমন প্রতিহত করেছি।

তিনি আরও বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় আমরা আরও তিনটি পাকিস্তানী শেরম্যান ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছি। লড়াই এখন চলেছে এবং যে দুটি স্থানে শত্রুরা অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলি থেকে তাদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আজ সকালে আমাদের বিমান পশ্চিম পাকিস্তানে হানা দেয় এবং একটি সমরসম্ভারবাহী মালগাড়ী সমেত কয়েকটী সামরিক ঘাঁটিতে আক্রমন করে। এই আক্রমন চালিয়ে তাদের বেশ কিছু ক্ষতি করা হয়েছে। আমাদের সমস্ত বিমান নিরাপদে ফিরে এসেছে।

শ্রীচ্যবন ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের আক্রমন প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত দল-নির্বিশেষে প্রত্যেকের জ্ঞাতসারেই নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সবলেই সরকারের পিছনে আছেন। প্রধানমন্ত্রীও প্রত্যেকের কাছ থেকে সহযোগিতার পুরা প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীরে আমাদের সেনাবাহিনী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বীরত্বের সঙ্গে যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন—মাননীয় সদস্যবর্গ এবং দেশবাসী নিশ্চয়ই তার প্রশংসা করবেন।

আমাদের বিমানবাহিনীর জওয়ানদেরও সকলে প্রশংসা করবেন। তাঁরা কয়েকটি পাকিস্তানী স্যাবার জেট বিমান ধ্বংস করেছেন। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দেবেন—এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলি—৬

ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজিঃ

কালমাণিক পোষ্টাই—ব্যবহারে অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, পেটের ব্যাথা, লিভার দোষ, মেহ, প্রমেহ, ঘন ঘন প্রস্রাব, ও প্রস্রাব-সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ দূরিভূত করিয়া দৈহিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সর্দ্দি কাশীতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের বাধক, সুতিকা, ও প্রদর-রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

মূল্য—প্রতি ১ কৌটা ১৲২৫ নঃ পঃ মাত্র।

বিঃ-দ্রঃ—তিন কৌটার কম ভিঃ পিঃ করা হয় না। অগ্রিম ২৲ দুই টাকা ডাক যোগে না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ করা হয় না, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। রিপ্লাই কার্ড না পাঠাইলে কোন পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—নিউ বেঙ্গল ফার্ম্মেসী

১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬ [লিবার্টী সিনেমার নিকটে]